

ঊনবিংশতি অধ্যায়

বলি মহারাজের কাছে বামনদেবের দানভিক্ষা

এই ঊনবিংশতি অধ্যায়ে ভগবান বামনদেবের ত্রিপাদ ভূমি যাজ্ঞা, বলি মহারাজের তা দানের প্রতিশ্রুতি, এবং সেই প্রতিশ্রুতি পালনে শুক্রাচার্যের নিষেধ বর্ণিত হয়েছে।

বলি মহারাজ যখন বামনদেবকে ব্রাহ্মণতনয় বলে মনে করে তাঁর বাসনা অনুসারে যে কোন বস্তু প্রার্থনা করতে বলেছিলেন, তখন বামনদেব হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষের বীরত্বের প্রশংসা করেছিলেন, এবং এইভাবে বলি মহারাজের বংশের গুণকীর্তন করার পর তাঁর কাছে ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেছিলেন। বলি মহারাজ এই প্রার্থনা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর বলে মনে করে তাঁকে তা দান করতে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু শুক্রাচার্য বামনদেবকে দেবতাদের বন্ধু বিষ্ণু বলে জানতে পেরে বলি মহারাজকে সেই ভূমি দান করতে নিষেধ করেছিলেন। শুক্রাচার্য বলি মহারাজকে তাঁর সেই প্রতিশ্রুতি প্রত্যাখ্যান করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে বলেছিলেন যে বশীকরণ, পরিহাস, বিবাহ, বিপদ, পরোপকার প্রভৃতি স্থলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা যায় এবং তার ফলে কোন দোষ হয় না। এইভাবে শুক্রাচার্য বলি মহারাজকে ভগবান বামনদেবকে ত্রিপাদ ভূমি দান করা থেকে বিরত করার চেষ্টা করেছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ইতি বৈরোচনেৰ্বাক্যং ধৰ্মযুক্তং স সূনৃতম্ ।

নিশম্য ভগবান্ প্রীতঃ প্রতিনন্দ্যেদমব্রবীৎ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; ইতি—এইভাবে; বৈরোচনেঃ—বিরোচনের পুত্রের; বাক্যম্—বাক্য; ধৰ্মযুক্তম্—ধর্মের ভিত্তিতে; সঃ—তিনি; সূনৃতম্—অতি মনোহর; নিশম্য—শ্রবণ করে; ভগবান্—ভগবান; প্রীতঃ—পূর্ণরূপে

প্রসন্ন হয়েছিলেন; প্রতিনন্দ্য—তঁার প্রশংসা করে; ইদম্—এই বাক্য; অববীৎ—বলেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—বলি মহারাজের এই প্রকার মনোমুগ্ধকর বাক্য শ্রবণ করে ভগবান বামনদেব অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, কারণ বলি মহারাজ ধর্মের ভিত্তিতে সেই কথাগুলি বলেছিলেন। তাই ভগবান তখন তঁার প্রশংসা করেছিলেন।

শ্লোক ২

শ্রীভগবানুবাচ

বচস্তবৈতজ্জনদেব সুনৃতং

কুলোচিতং ধর্মযুতং যশস্করম্ ।

যস্য প্রমাণং ভৃগবঃ সাম্পরায়ে

পিতামহঃ কুলবৃদ্ধঃ প্রশান্তঃ ॥ ২ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; বচঃ—বাক্য; তব—আপনার; এতৎ—এই প্রকার; জন-দেব—হে জনগণের রাজা; সুনৃতম্—অতি সত্য; কুল-উচিতম্—তোমার বংশের উপযুক্ত; ধর্ম-যুতম্—ধর্মনীতি অনুসারে; যশঃ-করম্—তোমার যশ বিস্তারের উপযুক্ত; যস্য—যাঁর; প্রমাণম্—প্রমাণ; ভৃগবঃ—ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণ; সাম্পরায়ে—পরলোকে; পিতামহঃ—তোমার পিতামহ; কুল-বৃদ্ধঃ—কুলবৃদ্ধ; প্রশান্তঃ—অত্যন্ত শান্ত (প্রহ্লাদ মহারাজ)।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—হে রাজন্, আপনি যথার্থই মহান, কারণ ঐহিক বিষয়ে ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণেরা আপনার উপদেষ্টা এবং পারলৌকিক ধর্মে আপনার শান্ত প্রকৃতির পিতামহ কুলবৃদ্ধ প্রহ্লাদ মহারাজ আপনার উপদেষ্টা। আপনার বাক্য অতি সত্য এবং তা ধর্মনীতির অনুকূল। আপনার এই আচরণ আপনার বংশের উপযুক্ত এবং তা আপনার যশ বৃদ্ধি করবে।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজ শুদ্ধ ভক্তের এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে যে, প্রহ্লাদ মহারাজ অত্যন্ত বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তঁার পরিবারের প্রতি আসক্ত ছিলেন,

বিশেষ করে তাঁর পৌত্র বলি মহারাজের প্রতি। তা হলে তিনি একজন আদর্শ দৃষ্টান্ত হন কি করে? তাই এই শ্লোকে প্রশান্তঃ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ভক্ত সর্বদাই প্রশান্ত। তিনি কোন অবস্থাতেই কখনও বিচলিত হন না। ভক্ত যদি গৃহস্থ-আশ্রমেও থাকেন এবং তাঁর জড় বিষয় ত্যাগ না করেন, তা হলেও তাঁকে প্রশান্ত বলে জানতে হবে, কারণ তিনি হচ্ছেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই বলেছেন—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয় ।

যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা, সেই ‘গুরু’ হয় ॥

“যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা তিনিই গুরু হতে পারেন—তিনি ব্রাহ্মণ না সন্ন্যাসী না শূদ্র, তাতে কিছু যায় আসে না।” (চৈঃ চঃ মধ্য ৮/১২৮) যিনি সর্বতোভাবে কৃষ্ণ-তত্ত্ববিজ্ঞান সম্বন্ধে অবগত, বর্ণ-আশ্রম নির্বিশেষে তিনি গুরু। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ সর্ব অবস্থাতেই গুরু।

এখানে ভগবান বামনদেবও সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারীদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, তাঁরা যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কিছু প্রার্থনা না করেন। বলি মহারাজ যদিও বামনদেবকে তাঁর বাসনা অনুসারে যে কোন বস্তু প্রদান করতে প্রস্তুত ছিলেন, তবুও বামনদেব কেবল ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেছিলেন।

শ্লোক ৩

ন হ্যেতস্মিন্ কুলে কশ্চিন্নিঃসত্ত্বঃ কৃপণঃ পুমান্ ।

প্রত্যাখ্যাতা প্রতিশ্রুত্য যো বাদাতা দ্বিজাতয়ে ॥ ৩ ॥

ন—না; হি—বস্তুতপক্ষে; এতস্মিন্—এই; কুলে—বংশে; কশ্চিৎ—কেউ; নিঃসত্ত্বঃ—সংকীর্ণমনা; কৃপণঃ—কৃপণ; পুমান্—কোন ব্যক্তি; প্রত্যাখ্যাতা—প্রত্যাখ্যান করেন; প্রতিশ্রুত্য—দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে; যঃ বা—অথবা; বাদাতা—দাতা না হয়ে; দ্বিজাতয়ে—ব্রাহ্মণদের।

অনুবাদ

আমি অবগত আছি যে, এখনও পর্যন্ত আপনাদের বংশে কোন সংকীর্ণমনা অথবা কৃপণ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেননি, যিনি যাচক ব্রাহ্মণদের প্রত্যাখ্যান করেছেন অথবা প্রতিশ্রুতি দিয়ে দান করেননি।

শ্লোক ৪

ন সন্তি তীর্থে যুধি চার্ধিনার্ধিতাঃ

পরাদ্বুখা যে ভ্রমনস্বিনো নৃপ ।

যুগ্মৎকুলে যদ্যশসামলেন

প্রহ্লাদ উদ্ভাতি যথোদ্ভূপঃ খে ॥ ৪ ॥

ন—না; সন্তি—রয়েছে; তীর্থে—তীর্থস্থানে (যেখানে দান করা হয়); যুধি—যুদ্ধে;
চ—ও; অর্ধিনা—ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয়ের দ্বারা; অর্ধিতাঃ—প্রার্থিত হয়ে;
পরাদ্বুখাঃ—যাঁরা তাঁদের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেছেন; যে—এই প্রকার ব্যক্তির;
তু—বস্তুতপক্ষে; ভ্রমনস্বিনঃ—এই প্রকার সংকীর্ণ হৃদয় নিকৃষ্ট স্তরের রাজারা;
নৃপ—হে রাজন্ (বলি মহারাজ); যুগ্মৎকুলে—আপনার বংশে; যৎ—যাতে; যশসা
অমলেন—নিঃকলঙ্ক কীর্তির দ্বারা; প্রহ্লাদঃ—প্রহ্লাদ মহারাজ; উদ্ভাতি—উদিত
হয়েছেন; যথা—যেমন; উদ্ভূপঃ—চন্দ্র; খে—আকাশে।

অনুবাদ

হে বলি মহারাজ! আপনার বংশে কখনও এমন কোন সংকীর্ণহৃদয় রাজার জন্ম
হয়নি যিনি তীর্থস্থানে ব্রাহ্মণদের প্রার্থিত বস্তু দান করতে প্রত্যাখ্যান করেছেন
অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধার্থী ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধ দান করতে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আপনার
বংশ বিশেষভাবে যশস্বী হয়েছে, প্রহ্লাদ মহারাজের উপস্থিতির ফলে, যিনি আকাশে
চন্দ্রের মতো শোভা পাচ্ছেন।

তাৎপর্য

ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ ভগবদ্গীতায় দেওয়া হয়েছে। ক্ষত্রিয়ের একটি গুণ হচ্ছে দান
করার প্রবৃত্তি। ব্রাহ্মণ যখন ক্ষত্রিয়ের কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করেন, তখন ক্ষত্রিয়
তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন না, এবং কোন ক্ষত্রিয় যখন তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান,
তখন তিনি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন না। যে রাজা প্রত্যাখ্যান করেন, তাঁকে বলা
হয় 'অমনস্বিন' অর্থাৎ সংকীর্ণ হৃদয়। বলি মহারাজের বংশে সেই রকম কোন
অমনস্বিন রাজার জন্ম হয়নি।

শ্লোক ৫

যতো জ্ঞাতো হিরণ্যাক্ষচরমেক ইমাং মহীম্ ।

প্রতিবীরং দিগ্বিজয়ে নাবিন্দত গদামুখঃ ॥ ৫ ॥

যতঃ—যেই বংশে; জাতঃ—জন্মগ্রহণ করেছেন; হিরণ্যাক্ষঃ—হিরণ্যাক্ষ নামক রাজা;
চরন্—পর্যটন করতে করতে; একঃ—একাকী; ইমাম্—এই; মহীম্—পৃথিবী;
প্রতিবীরম্—প্রতিদ্বন্দ্বী বীর; দিক্-বিজয়ে—সমস্ত দিক জয় করতে; ন অবিন্দত—
পাননি; গদা-আমুখঃ—তাঁর গদা নিয়ে।

অনুবাদ

আপনার বংশে হিরণ্যাক্ষের জন্ম হয়েছে, যিনি কারও সহায়তা ব্যতীতই একাকী
কেবল তাঁর গদা নিয়ে সমস্ত দিক জয় করার জন্য সারা পৃথিবী পর্যটন
করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজে পাননি।

শ্লোক ৬

যং বিনির্জিত্য কৃচ্ছ্রেণ বিষ্ণুঃ ক্ষোদ্ধার আগতম্ ।
আত্মানং জয়িনং মেনে তদ্বীর্যং ভূর্যনুস্মরন্ ॥ ৬ ॥

যম্—যাকে; বিনির্জিত্য—জয় করে; কৃচ্ছ্রেণ—অতি কষ্টে; বিষ্ণুঃ—বরাহ অবতারে
শ্রীবিষ্ণু; ক্ষোদ্ধার—পৃথিবী উদ্ধারের সময়; আগতম্—তাঁর সম্মুখে প্রকট
হয়েছিলেন; আত্মানম্—স্বয়ং; জয়িনম্—বিজয়ী; মেনে—বিবেচনা করেছিলেন; তৎ-
বীর্যম্—হিরণ্যাক্ষের পরাক্রম; ভূরি—নিরন্তর, অথবা অধিক থেকে অধিকতর;
অনুস্মরন্—চিন্তা করে।

অনুবাদ

পৃথিবীকে গর্ভোদক সমুদ্র থেকে উদ্ধার করার সময় বরাহরূপধারী বিষ্ণু তাঁর
সমক্ষে আগত হিরণ্যাক্ষকে বধ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রচণ্ড সংগ্রাম হয়েছিল,
এবং বিষ্ণু অতি কষ্টে হিরণ্যাক্ষকে বধ করে তাঁর অসাধারণ বীরত্ব স্মরণ করতে
করতে নিজেকে যথার্থই বিজয়ী বলে মনে করেছিলেন।

শ্লোক ৭

নিশম্য তদ্বধং ভ্রাতা হিরণ্যকশিপুঃ পুরা ।
হস্তং ভ্রাতৃহণং ক্রুদ্ধো জগাম নিলয়ং হরেঃ ॥ ৭ ॥

নিশম্য—শ্রবণ করে; তদ্বধম্—হিরণ্যাক্ষের মৃত্যু; ভ্রাতা—ভ্রাতা; হিরণ্য-
কশিপুঃ—হিরণ্যকশিপু; পুরা—পূর্বে; হস্তম্—হত্যা করার জন্য; ভ্রাতৃ-হণম্—

ভাতৃঘাতী; ব্রুঙ্কঃ—অত্যন্ত ব্রুদ্ধ; জগাম—গিয়েছিলেন; নিলয়ম্—বাসস্থানে; হরেঃ—ভগবানের।

অনুবাদ

ভাতার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করে হিরণ্যকশিপু মহাক্রোধে তাঁর ভাতৃঘাতী বিষ্ণুকে হত্যা করার জন্য তাঁর বাসস্থানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৮

তন্মায়ান্তং সমালোক্য শূলপাণিং কৃতান্তবৎ ।

চিন্তয়ামাস কালজ্ঞো বিষ্ণুর্মায়াবিনাং বরঃ ॥ ৮ ॥

তম্—তাঁকে (হিরণ্যকশিপুকে); আন্তম্—আসতে; সমালোক্য—দর্শন করে; শূলপাণিম্—শূলহস্তে; কৃতান্তবৎ—মৃত্যুর মতো; চিন্তয়াম্ আস—চিন্তা করেছিলেন; কাল-জ্ঞঃ—যিনি কালের গতি সম্বন্ধে অবগত; বিষ্ণুঃ—শ্রীবিষ্ণু; মায়াবিনাম্—সর্বপ্রকার মায়াবীদের মধ্যে; বরঃ—শ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপুকে শূল হস্তে কৃতান্তের মতো আসতে দেখে, মায়াবীদের প্রধান এবং কালোচিত কর্তব্য বিষয়ে অভিজ্ঞ বিষ্ণু এইভাবে চিন্তা করেছিলেন।

শ্লোক ৯

যতো যতোহহং তত্রাসৌ মৃত্যুঃ প্রাণভূতামিব ।

অতোহহমস্যা হৃদয়ং প্রবেক্ষ্যামি পরাগদৃশং ॥ ৯ ॥

যতঃ যতঃ—যেখানে যেখানে; অহম্—আমি; তত্র—সেখানে; অসৌ—এই হিরণ্যকশিপু; মৃত্যুঃ—মৃত্যু; প্রাণ-ভূতাম্—সমস্ত জীবদের; ইব—সদৃশ; অতঃ—অতএব; অহম্—আমি; অস্যা—তাঁর; হৃদয়ম্—হৃদয়ে; প্রবেক্ষ্যামি—প্রবেশ করব; পরাক্-দৃশং—বাহ্য দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি।

অনুবাদ

আমি যেখানে যেখানে যাব, এই হিরণ্যকশিপুও জীবদের মৃত্যুর ন্যায় সেইখানেই আমার অনুসরণ করবে। অতএব আমি তার হৃদয়ে প্রবেশ করব, কারণ সে বাহ্য দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার ফলে আমাকে দেখতে পাবে না।

শ্লোক ১০

এবং স নিশ্চিত্য রিপোঃ শরীর-

মাধাবতো নির্বিবিশেহসুরেন্দ্র ।

শ্বাসানিলান্তর্হিতসূক্ষ্মদেহ-

স্তৎপ্রাণরঞ্জন বিবিগ্ধচেতাঃ ॥ ১০ ॥

এবম্—এইভাবে; সঃ—তিনি (শ্রীবিষ্ণু); নিশ্চিত্য—নির্ণয় করে; রিপোঃ—শত্রু; শরীরম্—শরীরে; মাধাবতঃ—মহাবেগে তাঁর প্রতি ধাবমান; নির্বিবিশে—প্রবেশ করেছিলেন; অসুর-ইন্দ্র—হে দৈত্যরাজ (বলি মহারাজ); শ্বাস-অনিল—শ্বাস বায়ুর মাধ্যমে; অন্তর্হিত—অদৃশ্য; সূক্ষ্ম-দেহঃ—তাঁর সূক্ষ্ম শরীরে; তৎ-প্রাণ-রঞ্জন—তাঁর নাসারন্ধ্র দিয়ে; বিবিগ্ধচেতাঃ—অত্যন্ত উদ্ভিগ্ন হয়ে।

অনুবাদ

ভগবান বামনদেব বললেন—হে দৈত্যরাজ! ভগবান বিষ্ণু এইভাবে নির্ণয় করে তীব্রবেগে তাঁর প্রতি ধাবমান শত্রু হিরণ্যকশিপুর শরীরে প্রবেশ করেছিলেন। উদ্ভিগ্নচিত্ত ভগবান বিষ্ণু অচিন্ত্য এক সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করে, হিরণ্যকশিপুর শ্বাস বায়ুর মাধ্যমে তাঁর নাসারন্ধ্র দিয়ে তাঁর শরীরে প্রবেশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান। ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি (ভগবদ্গীতা ১৮/৬১)। তাই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পক্ষে হিরণ্যকশিপুর শরীরে প্রবেশ করা মোটেই কঠিন নয়। বিবিগ্ধচেতাঃ অর্থাৎ ‘অত্যন্ত উদ্ভিগ্নচিত্ত’ শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। এমন নয় যে ভগবান শ্রীবিষ্ণু হিরণ্যকশিপুর ভয়ে ভীত হয়েছিলেন; পক্ষান্তরে, কৃপাবশত ভগবান শ্রীবিষ্ণু হিরণ্যকশিপুর মঙ্গল সাধনের জন্য উদ্ভিগ্ন হয়েছিলেন।

শ্লোক ১১

স তন্মিকেতং পরিমৃশ্য শূন্য-

মপশ্যমানঃ কুপিতো ননাদ ।

ক্ষ্মাং দ্যাং দিশঃ খং বিবরান্ সমুদ্রান্

বিষ্ণুং বিচিন্তন ন দদর্শ বীরঃ ॥ ১১ ॥

সঃ—সেই হিরণ্যকশিপু; তৎ-নিকেতম্—শ্রীবিষ্ণুর নিবাসস্থল; পরিমৃশ্য—অন্বেষণ করে; শূন্যম্—শূন্য; অপশ্যমানঃ—শ্রীবিষ্ণুকে না দেখতে পেয়ে; কুপিতঃ—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; ননাদ—গর্জন করেছিলেন; স্ফ্রাম্—পৃথিবী; দ্যাম্—স্বর্গ; দিশঃ—সমস্ত দিক; ঋম্—আকাশ; বিবরান্—সমস্ত গুহায়; সমুদ্রান্—সমস্ত সমুদ্রে; বিষ্ণুম্—শ্রীবিষ্ণুকে; বিচিহ্নন্—অন্বেষণ করেছিলেন; ন—না; দদর্শ—দেখেছিলেন; বীরঃ—যদিও তিনি ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী।

অনুবাদ

তারপর হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুর নিবাসস্থান শূন্য দেখে সর্বত্র তাঁর অন্বেষণ করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁকে খুঁজে না পেয়ে হিরণ্যকশিপু মহাক্রোধে গর্জন করতে পৃথিবী, স্বর্গ, দশদিক, আকাশ, পর্বত-গহ্বর এবং সমুদ্রের মধ্যে তাঁর অন্বেষণ করতে লাগলেন। কিন্তু মহাবীর হিরণ্যকশিপু কোথাও বিষ্ণুকে দেখতে পেলেন না।

শ্লোক ১২

অপশ্যন্নিতি হোবাচ ময়াষ্টিষ্টমিদং জগৎ ।

ভ্রাতৃহা মে গতৌ নুনং যতৌ নাবর্ততে পুমান্ ॥ ১২ ॥

অপশ্যন্—দেখতে না পেয়ে; ইতি—এইভাবে; হ উবাচ—বলেছিলেন; ময়া—আমার দ্বারা; অষ্টিষ্টম্—অন্বেষণ করে; ইদম্—সমগ্র; জগৎ—জগৎ; ভ্রাতৃ-হা—ভ্রাতৃঘাতী বিষ্ণুকে; মে—আমার; গতঃ—নিশ্চয়ই গমন করেছে; নুনম্—বস্তুতপক্ষে; যতঃ—যেখান থেকে; ন—না; নাবর্ততে—ফিরে আসে; পুমান্—ব্যক্তি।

অনুবাদ

বিষ্ণুকে না দেখতে পেয়ে হিরণ্যকশিপু বলেছিলেন, “আমি সমগ্র জগৎ অন্বেষণ করেও কোথাও আমার ভ্রাতৃঘাতী বিষ্ণুকে দেখতে পেলাম না। অতএব সে নিশ্চয়ই সেখানে গমন করেছে যেখানে গেলে কেউ আর ফিরে আসে না (অর্থাৎ নিশ্চয়ই তার মৃত্যু হয়েছে)।”

তাৎপর্য

নাস্তিকেরা সাধারণত বৌদ্ধদের মতো সিদ্ধান্ত করে যে, মৃত্যুতে সব কিছুই শেষ হয়ে যায়। নাস্তিক হিরণ্যকশিপুও সেইভাবে বিচার করেছিল। যেহেতু সে ভগবান

বিষ্ণুকে দেখতে পায়নি, তাই সে মনে করেছিল ভগবানের নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়েছে। এখনও বহু মানুষ মনে করে যে, ভগবানের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু ভগবানের কখনও মৃত্যু হয় না। এমন কি বিভিন্ন অংশ জীবেরও কখনও মৃত্যু হয় না। ন জায়তে শ্রিয়তে বা কদাচিৎ—“আত্মার কখনও জন্ম অথবা মৃত্যু হয় না।” এটিই ভগবদ্গীতার (২/২০) বাণী। এমন কি সাধারণ জীবেরও কখনও জন্ম বা মৃত্যু হয় না। অতএব সমস্ত নিত্য বস্তুর মধ্যে যিনি পরম নিত্য সেই ভগবানের আর কি কথা? তাঁর কখনও জন্ম হয় না অথবা মৃত্যু হয় না। অজোহপি সন্নব্যয়াত্মা (৪/৬)। ভগবান এবং জীব উভয়েই অজ এবং অব্যয়। অতএব হিরণ্যকশিপু যে স্থির করেছিল বিষ্ণুর মৃত্যু হয়েছে, তা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত।

যতো নাবর্ততে পুমান্ পদটি ইঙ্গিত করে যে, অবশ্যই চিৎ-জগৎ রয়েছে এবং জীব যদি সেখানে একবার যায়, তা হলে তাকে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না। সেই কথা ভগবদ্গীতাতেও (৪/৯) প্রতিপন্ন হয়েছে—তাত্কা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন। জড়-জাগতিক দৃষ্টিতে প্রতিটি জীবেরই মৃত্যু হয়। মৃত্যু অবশ্যস্বাবী। কর্মী, জ্ঞানী, যোগীরা মৃত্যুর পর আবার এই জড় জগতে ফিরে আসে, কিন্তু ভক্তেরা আসেন না। অবশ্য ভক্ত যদি পূর্ণ সিদ্ধিলাভ না করেন, তা হলে তিনি পুনরায় এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু সেই জন্ম হয় অতি উচ্চকূলে—হয় অত্যন্ত ধনী পরিবারে অথবা শুদ্ধ ব্রাহ্মণ পরিবারে (শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে), যাতে তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ সাধন পূর্ণ করতে পারেন। যাঁরা কৃষ্ণভক্তির পন্থা সম্পূর্ণ করেছেন এবং জড় বাসনা থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছেন, তাঁরা ভগবদ্ধামে ফিরে যান (যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম)। এখানে সেই তত্ত্বেরই উল্লেখ করা হয়েছে—যতো নাবর্ততে পুমান্। যে ব্যক্তি ভগবদ্ধামে ফিরে যান, তিনি আর এই জড় জগতে ফিরে আসেন না।

শ্লোক ১৩

বৈরানুবন্ধ এতাবানামৃত্যোরিহ দেহিনাম্ ।

অজ্ঞানপ্রভবো মন্যুরহংমানোপবৃংহিতঃ ॥ ১৩ ॥

বৈর-অনুবন্ধঃ—শত্রুতা; এতাবান্—এতই প্রবল; আমৃত্যোঃ—মৃত্যু পর্যন্ত; ইহ—এই; দেহিনাম্—দেহাত্মবুদ্ধিতে অত্যন্ত আসক্ত ব্যক্তি; অজ্ঞান-প্রভবঃ—অজ্ঞানের প্রভাববশত; মন্যুঃ—ক্রোধ; অহম্-মান—অহঙ্কারের দ্বারা; উপবৃংহিতঃ—বিস্তৃত।

অনুবাদ

ভগবান বিষ্ণুর প্রতি হিরণ্যকশিপুর ক্রোধ তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ছিল। দেহাত্মবুদ্ধি সমন্বিত অন্য ব্যক্তিদের ক্রোধ কেবল অহঙ্কার এবং অজ্ঞানের ফলেই হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

সাধারণত, বদ্ধ জীব ক্রুদ্ধ হলেও তার ক্রোধ ক্ষণস্থায়ী, তা নিত্য নয়। তার কারণ হচ্ছে অজ্ঞান। কিন্তু হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুর প্রতি তার শত্রুতা এবং ক্রোধ তার মৃত্যু পর্যন্ত পোষণ করেছিল। তার ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষকে বধ করার প্রতিশোধের কথা সে কখনও ভুলতে পারেনি। দেহাত্মবুদ্ধির ফলে অন্যেরাও তাদের শত্রুদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয় কিন্তু ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রতি নয়। কিন্তু হিরণ্যকশিপু চিরকাল বিষ্ণুর প্রতি তার ক্রোধ পোষণ করেছিল। সে কেবল অহঙ্কারের বশবর্তী হয়েই ক্রুদ্ধ হয়নি, বিষ্ণুর প্রতি নিরন্তর বৈরীভাববশত ক্রুদ্ধ হয়েছিল।

শ্লোক ১৪

পিতা প্রহ্লাদপুত্রস্তে তদ্বিদ্বান্ দ্বিজবৎসলঃ ।

স্বমায়ুর্দ্বিজলিঙ্গৈভ্যো দেবেভ্যোহদাৎ স যাচিতঃ ॥ ১৪ ॥

পিতা—পিতা; প্রহ্লাদ-পুত্রঃ—প্রহ্লাদ মহারাজের পুত্র; তে—আপনার; তৎ-বিদ্বান্—যদিও তিনি জানতেন; দ্বিজ-বৎসলঃ—তবুও ব্রাহ্মণদের প্রতি অনুরাগের ফলে; স্বম্—নিজের; আয়ুঃ—আয়ু; দ্বিজ-লিঙ্গৈভ্যঃ—ব্রাহ্মণ বেশধারী; দেবেভ্যঃ—দেবতাদের; অদাৎ—দান করেছিলেন; সঃ—তিনি; যাচিতঃ—প্রার্থিত হয়ে।

অনুবাদ

প্রহ্লাদের পুত্র, আপনার পিতা বিরোচন ছিলেন অত্যন্ত ব্রাহ্মণবৎসল। যদিও তিনি জানতেন যে, দেবতারা ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে তাঁর কাছে এসেছেন, তবুও তাঁদের অনুরোধে তিনি তাঁর আয়ু তাঁদের দান করেছিলেন।

তাৎপর্য

বলি মহারাজের পিতা বিরোচন এতই ব্রাহ্মণবৎসল ছিলেন যে, যদিও তিনি জানতেন ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে দেবতারা তাঁর কাছে এসেছেন, তবুও তাঁদের প্রার্থনায় তিনি তাঁর আয়ু তাঁদের প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ১৫

ভবানাচরিতান্ ধর্মানাস্থিতো গৃহমেধিভিঃ ।

ব্রাহ্মণৈঃ পূর্বজৈঃ শূরৈরন্যৈশ্চোদ্ধামকীর্তিভিঃ ॥ ১৫ ॥

ভবান্—আপনি; আচরিতান্—আচরিত; ধর্মান্—ধর্ম; আস্থিতঃ—অবস্থিত হয়ে; গৃহমেধিভিঃ—গৃহমেধীদের দ্বারা; ব্রাহ্মণৈঃ—ব্রাহ্মণদের দ্বারা; পূর্বজৈঃ—আপনার পূর্বপুরুষদের দ্বারা; শূরৈঃ—মহাবীরদের দ্বারা; অন্যৈঃ চ—এবং অন্যেরা; উদ্ধাম-কীর্তিভিঃ—অতি উন্নত এবং বিখ্যাত।

অনুবাদ

গৃহস্থ-আশ্রমে অবস্থিত মহাত্মা ব্রাহ্মণেরা, আপনার পূর্বপুরুষেরা এবং মহাবীরেরা, যাঁরা তাঁদের অতি উদার কার্যকলাপের জন্য বিশাল কীর্তি অর্জন করেছেন, আপনিও তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন।

শ্লোক ১৬

তস্মাৎ ত্বত্তো মহীমীষদ্ বৃণেহহং বরদর্ষভাৎ ।

পদানি ত্রীণি দৈত্যৈশ্চ সন্মিতানি পদা মম ॥ ১৬ ॥

তস্মাৎ—এই প্রকার ব্যক্তির কাছ থেকে; ত্বত্তো—আপনার কাছ থেকে; মহীম্—ভূমি; মীষৎ—অতি অল্প; বৃণে—প্রার্থনা করি; অহম্—আমি; বরদর্ষভাৎ—উদারভাবে যিনি দান করতে পারেন তাঁর কাছ থেকে; পদানি—পদ; ত্রীণি—তিন; দৈত্যৈশ্চ—হে দৈত্যরাজ; সন্মিতানি—পরিমিত; পদা—পায়ের দ্বারা; মম—আমার।

অনুবাদ

হে দৈত্যরাজ! এমন বংশে যাঁর জন্ম হয়েছে এবং যিনি উদারভাবে দান করতে সমর্থ, তাঁর কাছে আমি কেবল আমার নিজের পরিমিত ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করি।

তাৎপর্য

ভগবান বামনদেব তাঁর পায়ের মাপ অনুসারে কেবল ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু চাননি। কিন্তু যদিও তিনি একজন সাধারণ নরশিশুর রূপ ধারণ করেছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি স্বর্গ, মর্ত্য এবং

পাতাল এই ত্রিলোক অধিকার করতে চেয়েছিলেন। তাঁর বিক্রম প্রদর্শন করার জন্য ভগবান এই লীলাবিলাস করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

নান্যৎ তে কাময়ে রাজন্ বদান্যাজ্জগদীশ্বরাত্ ।

নৈনঃ প্রাপ্নোতি বৈ বিদ্বান্ যাবদর্থপ্রতিগ্রহঃ ॥ ১৭ ॥

ন—না; অন্যৎ—অন্য কিছু; তে—আপনার কাছ থেকে; কাময়ে—আমি প্রার্থনা করি; রাজন্—হে রাজন্; বদান্যৎ—যিনি অত্যন্ত উদার; জগদীশ্বরাত্—যিনি সমগ্র জগতের ঈশ্বর; ন—না; এনঃ—দুঃখ; প্রাপ্নোতি—প্রাপ্ত হন; বৈ—বস্তুতপক্ষে; বিদ্বান্—বিদ্বান; যাবৎ-অর্থ—যতটুকু প্রয়োজন; প্রতিগ্রহঃ—অন্যদের কাছ থেকে দান গ্রহণ করা।

অনুবাদ

হে রাজন্, হে জগৎপতি, আপনি যদিও অত্যন্ত উদার এবং আমি যত ইচ্ছা ভূমি আপনার কাছে প্রার্থনা করতে পারি, তবুও আমি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুই চাই না। বিদ্বান ব্রাহ্মণ যদি কেবল তাঁর প্রয়োজন অনুসারেই অন্যদের কাছ থেকে দান গ্রহণ করেন, তা হলে তাঁর পাপ হয় না।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণ অথবা সন্ন্যাসী অন্যের কাছে দান ভিক্ষা করতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি তাঁর প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করেন, তা হলে তার ফলে তিনি দণ্ডনীয় হন। কেউই ভগবানের সম্পত্তি প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপভোগ করতে পারে না। ভগবান বামনদেব পরোক্ষভাবে বলি মহারাজকে ইঙ্গিত করেছেন যে, তিনি তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভূমি অধিকার করেছেন। জড় জগতে সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কারণ হচ্ছে অপব্যয়। মানুষ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন সংগ্রহ করে এবং তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন ব্যয় করে। এই প্রকার কার্যকলাপ পাপময়। সমস্ত সম্পদই ভগবানের, এবং ভগবানের সন্তান সমস্ত জীবেরই তাদের পিতার সম্পত্তি ব্যবহার করার অধিকার রয়েছে। কিন্তু কারও প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করার অধিকার নেই। এই নীতি ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসীদের বিশেষভাবে পালনীয়, কারণ তাঁরা অন্যের উপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করেন। এই সূত্রে বামনদেব হচ্ছেন

একজন আদর্শ ভিক্ষুক, কারণ তিনি কেবল ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেছিলেন। অবশ্য তাঁর পদক্ষেপ এবং সাধারণ মানুষের পদক্ষেপের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ভগবান তাঁর অচিন্ত্য বিক্রমের ফলে, তাঁর অসীম পদবিক্ষেপের দ্বারা স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল সমন্বিত সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড অধিকার করতে পারেন।

শ্লোক ১৮

শ্রীবলিরুবাচ

অহো ব্রাহ্মণদায়াদ বাচন্তে বৃদ্ধসম্মতাঃ ।

ত্বং বালো বালিশমতিঃ স্বার্থং প্রত্যবুধো যথা ॥ ১৮ ॥

শ্রী-বলিঃ উবাচ—শ্রীবলি মহারাজ বললেন; অহো—আহা; ব্রাহ্মণ-দায়াদ—হে ব্রাহ্মণকুমার; বাচঃ—বাক্য; তে—তোমার; বৃদ্ধ-সম্মতাঃ—বিজ্ঞ এবং বৃদ্ধদেরও আদরণীয়; ত্বম্—তুমি; বালঃ—বালক; বালিশ-মতিঃ—যথেষ্ট জ্ঞান রহিত; স্ব-অর্থম্—স্বার্থ; প্রতি—প্রতি; অবুধঃ—যথেষ্ট জ্ঞান রহিত; যথা—যা হওয়া উচিত।

অনুবাদ

বলি মহারাজ বললেন—হে ব্রাহ্মণকুমার, তোমার উপদেশ বিজ্ঞ এবং বৃদ্ধদের মতো। কিন্তু তুমি বালক, এবং তোমার বুদ্ধি অপরিণত। তাই তুমি তোমার স্বার্থ সম্বন্ধে বস্তুতই অজ্ঞান।

তাৎপর্য

ভগবান পূর্ণ, এবং তাই তাঁর নিজের স্বার্থে কোন কিছুই প্রয়োজন হয় না। অতএব বামনদেব তাঁর নিজের স্বার্থে বলি মহারাজের কাছে যাননি। ভগবদ্গীতায় (৫/২৯) বলা হয়েছে—ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্। ভগবান জড় এবং চিন্ময় জগতের সমস্ত লোকের অধীশ্বর। তাই তাঁর একটু জমি ভিক্ষা করার কি প্রয়োজন? বলি মহারাজ যথাযথভাবেই বলেছেন যে, বামনদেব তাঁর নিজের স্বার্থের কথা একটুও ভেবে দেখেননি। ভগবান বামনদেব তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থে বলি মহারাজের কাছে যাননি, গিয়েছিলেন তাঁর ভক্তের স্বার্থে। ভক্তেরা ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তাঁদের সমস্ত স্বার্থ ত্যাগ করেন, ভগবানও তেমন তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থ না থাকলেও, তাঁর ভক্তের স্বার্থে সব কিছু করতে পারেন। যিনি স্বয়ং পূর্ণ, তাঁর কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই।

শ্লোক ১৯

মাং বচোভিঃ সমারাধ্য লোকানামেকমীশ্বরম্ ।

পদত্রয়ং বৃণীতে যোহবুদ্ধিমান্ দ্বীপদাশুষম্ ॥ ১৯ ॥

মাম্—আমাকে; বচোভিঃ—মধুর বাক্যের দ্বারা; সমারাধ্য—প্রসন্ন করে; লোকানাম্—এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহলোকের; একম্—একমাত্র; ঈশ্বরম্—প্রভু, নিয়ন্তা; পদ-ত্রয়ম্—তিন পা; বৃণীতে—প্রার্থনা করছ; যঃ—যিনি; অবুদ্ধিমান্—মূর্খ; দ্বীপ-দাশুষম্—কারণ আমি তোমাকে একটি সমগ্র দ্বীপ প্রদান করতে পারি।

অনুবাদ

আমি ত্রিভুবনের একমাত্র অধীশ্বর, এবং তাই আমি তোমাকে একটি সমগ্র দ্বীপ দান করতে পারি। আমার কাছে কিছু চাইতে এসে এবং মধুর বাক্যের দ্বারা আমাকে তুষ্ট করে তুমি কেবল ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করছ, সেই জন্য তুমি নিতান্তই বুদ্ধিহীন।

তাৎপর্য

বৈদিক জ্ঞান অনুসারে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড একটি সমুদ্রের মতো, এবং সেই সমুদ্রে অসংখ্য গ্রহ রয়েছে, যেগুলিকে বলা হয় দ্বীপ। বামনদেব যখন বলি মহারাজের কাছে গিয়েছিলেন, তখন তিনি ছিলেন অন্তরীক্ষের সমস্ত দ্বীপের অধীশ্বর। বলি মহারাজ বামনদেবের রূপ দর্শন করে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং তিনি যে কোন পরিমাণ ভূমি চাইলে তাঁকে তা দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু বামনদেব কেবলমাত্র ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করায়, বলি মহারাজ তাঁকে নির্বোধ বলে মনে করেছিলেন।

শ্লোক ২০

ন পুমান্ মামুপব্রজ্য ভূয়ো যাচিভুমহতি ।

তস্মাদ্ বৃত্তিকরীং ভূমিং বটো কামং প্রতীচ্ছ মে ॥ ২০ ॥

ন—না; পুমান্—কোন ব্যক্তি; মাম্—আমার; উপব্রজ্য—কাছে এসে; ভূয়ঃ—পুনরায়; যাচিভুম্—ভিক্ষা করতে; অহতি—যোগ্য; তস্মাৎ—অতএব; বৃত্তিকরীম্—নিজেকে পালন করার উপযুক্ত; ভূমি—ভূমি; বটো—হে ক্ষুদ্র ব্রহ্মচারী; কামম্—জীবনের আবশ্যিকতা অনুসারে; প্রতীচ্ছ—গ্রহণ কর; মে—আমার কাছ থেকে।

অনুবাদ

হে বালক, আমার কাছে যে ভিক্ষা করতে আসে, তাকে আর অন্য কোথাও ভিক্ষা করতে হয় না। তাই, তুমি যদি ইচ্ছা কর, তা হলে তুমি তোমার জীবিকা নির্বাহের যোগ্য প্রচুর ভূমি গ্রহণ কর।

শ্লোক ২১

শ্রীভগবানুবাচ

যাবন্তো বিষয়াঃ প্রেষ্ঠান্সিলোক্যামজিতেন্দ্রিয়ম্ ।

ন শক্লুবন্তি তে সর্বে প্রতিপূরয়িতুং নৃপ ॥ ২১ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; যাবন্তঃ—যথাসম্ভব; বিষয়াঃ—ইন্দ্রিয়ভোগের বিষয়; প্রেষ্ঠাঃ—প্রিয়; ত্রিলোক্যাম্—ত্রিলোকের মধ্যে; অজিত-ইন্দ্রিয়ম্—অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি; ন শক্লুবন্তি—সমর্থ হয় না; তে—সেই সব; সর্বে—সমস্ত; প্রতিপূরয়িতুম্—পূর্ণ করতে; নৃপ—হে রাজন্।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—হে রাজন্, ত্রিভুবনের মধ্যে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের যত বস্তু রয়েছে, সেই সমস্ত বস্তু অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কামনা পূর্ণ করতে পারে না।

তাৎপর্য

জড় জগৎ হচ্ছে জীবকে আত্ম-উপলব্ধির মার্গ থেকে পথভ্রষ্ট করার বহিরঙ্গা শক্তি। এই জড় জগতে প্রতিটি ব্যক্তিই তাঁর ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে অধিক থেকে অধিকতর বস্তু লাভের জন্য অত্যন্ত উৎকর্ষিত থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ জীবনের উদ্দেশ্য নয়, জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি। তাই যারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের উপদেশ দেওয়া হয় যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার আদি সমন্বিত অষ্টাঙ্গযোগ অভ্যাস করতে। তার ফলে তারা তাদের ইন্দ্রিয় সংযত করতে সক্ষম হয়। ইন্দ্রিয় সংযমের উদ্দেশ্য হচ্ছে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে উদ্ধার লাভ করা। সেই সম্বন্ধে ঋষভদেব বলেছেন—

নুনং প্রমত্তঃ কুরুতে বিকর্ম

যদিহি প্রীতয় আপ্নোতি ।

ন সাধু মন্যে যত আত্মনোহয়-

মসন্নপি ক্লেশদ আস দেহঃ ॥

“জীব যখন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে বিবেচনা করে, তখন সে অবশ্যই জড়-জাগতিক জীবনের প্রতি উন্মত্তের মতো আসক্ত হয়ে নানা প্রকার পাপকর্মে প্রবৃত্ত হয়। সে জানে না যে তার পূর্বকৃত পাপকর্মের ফলে সে একটি শরীর প্রাপ্ত হয়েছে, যা অনিত্য এবং সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কারণ। প্রকৃতপক্ষে জীবের জড় দেহ ধারণ করার কথা নয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়সুখের আকাঙ্ক্ষা করার ফলে, সে জড় দেহ লাভ করে। তাই আমি মনে করি যে, বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়, যার ফলে সে একটির পর একটি জড় শরীর প্রাপ্ত হয়।” (শ্রীমদ্ভাগবত ৫/৫/৪) এইভাবে ঋষভদেবের মতে, এই জড় জগতে সমস্ত মানুষ সেই প্রকার সমস্ত কার্যে লিপ্ত যা তাদের করা উচিত নয়। কিন্তু তারা কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য সেই সমস্ত কার্য করে। এই প্রকার কার্যকলাপ অসাধু, কারণ তার ফলে তার দুষ্কর্মের দণ্ডস্বরূপ তার পরবর্তী জীবনে তাকে আর একটি শরীর সৃষ্টি করতে হয়, এবং আর একটি জড় শরীর পাওয়া মাত্রই তাঁকে এই জড় জগতে পুনরায় দুঃখভোগ করতে হয়। তাই বৈদিক সংস্কৃতি বা ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি মানুষকে শিক্ষা দেয় কিভাবে জীবনের ন্যূনতম আবশ্যিকতা গ্রহণ করে সন্তুষ্ট থাকা যায়।

এই সর্বোচ্চ সংস্কৃতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য বর্ণাশ্রম-ধর্মের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচার্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস—এই বর্ণাশ্রম বিভাগের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে ইন্দ্রিয় সংযম এবং জীবনের ন্যূনতম আবশ্যিকতাগুলিতে সন্তুষ্ট থাকার শিক্ষা দেওয়া। বলি মহারাজ তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যে কোন বস্তু বামনদেবকে দিতে প্রস্তুত থাকলেও, একজন আদর্শ ব্রহ্মচারীরূপে ভগবান বামনদেব বলি মহারাজের সেই উপহার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি বলেছেন যে, মানুষ যদি অন্তরে সন্তুষ্ট না হয়, তা হলে সারা পৃথিবীর অথবা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সম্পদ লাভ করেও সে সুখী হতে পারে না। তাই মানব-সমাজে ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি, ক্ষত্রিয় সংস্কৃতি এবং বৈশ্য সংস্কৃতি পালন করা অবশ্য কর্তব্য, এবং মানুষকে সেই শিক্ষা দেওয়া উচিত কিভাবে ন্যূনতম প্রয়োজনের মাধ্যমে সন্তুষ্ট থাকা যায়। আধুনিক সভ্যতায় সেই রকম কোন শিক্ষাব্যবস্থা নেই। সকলেই অধিক থেকে অধিকতর সম্পদ আহরণ করার চেষ্টা করে, এবং সকলেই অসন্তুষ্ট এবং অসুখী। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন তাই বিভিন্ন স্থানে পঙ্কী-আশ্রম গড়ে তুলছে, বিশেষ করে আমেরিকায়, যা মানুষকে শিক্ষা দেবে জীবনের ন্যূনতম আবশ্যিকতাগুলি পূর্ণ করে কিভাবে মানুষ সুখী হতে পারে এবং আত্মজ্ঞান লাভের

জন্য তার সময় বাঁচাতে পারে। এই আত্মজ্ঞান অনায়াসে লাভ করা যায় কেবল হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে।

শ্লোক ২২

ত্রিভিঃ ক্রমৈরসম্বৃত্তো দ্বীপেনাপি ন পূর্যতে ।

নববর্ষসমেতেন সপ্তদ্বীপবরেচ্ছয়া ॥ ২২ ॥

ত্রিভিঃ—তিন; ক্রমৈঃ—পাদ; অসম্বৃত্তঃ—যে সম্বৃত্ত নয়; দ্বীপেন—সমগ্র দ্বীপের দ্বারা; অপি—যদিও; ন পূর্যতে—সম্বৃত্ত হতে পারে না; নব-বর্ষ-সমেতেন—নয়টি বর্ষ সমন্বিত; সপ্ত-দ্বীপ-বর-ইচ্ছয়া—সপ্তদ্বীপ লাভ করার বাসনার দ্বারা।

অনুবাদ

আমি যদি ত্রিপাদ ভূমি লাভ করে সম্বৃত্ত না হই, তা হলে নয়টি বর্ষ সমন্বিত একটি দ্বীপ লাভ করেও আমি সম্বৃত্ত হব না, তখন আমার সপ্তদ্বীপ লাভের ইচ্ছা হবে।

শ্লোক ২৩

সপ্তদ্বীপাধিপত্যো নৃপা বৈণ্যগয়াদয়ঃ ।

অর্থৈঃ কামৈর্গতা নাস্তুং তৃষ্ণয়া ইতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ২৩ ॥

সপ্ত-দ্বীপ-অধিপত্যঃ—যাঁরা সপ্তদ্বীপের আধিপত্য লাভ করেছিলেন; নৃপাঃ—সেই রাজারা; বৈণ্য-গয়-আদয়ঃ—মহারাজ পৃথু, মহারাজ গয় এবং অন্যেরা; অর্থৈঃ—উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করার জন্য; কামৈঃ—বাসনা পূর্ণ করার জন্য; গতাঃ ন—প্রাপ্ত হতে পারেননি; অস্তম্—শেষ পর্যন্ত; তৃষ্ণয়াঃ—তাঁদের উচ্চাভিলাষ; ইতি—এই প্রকার; নঃ—আমাদের; শ্রুতম্—শোনা গেছে।

অনুবাদ

আমরা শুনেছি যে মহারাজ পৃথু, মহারাজ গয় প্রভৃতি অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজারা সপ্তদ্বীপের আধিপত্য লাভ করেও সম্বৃত্ত হননি অথবা তাঁদের উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হয়নি।

শ্লোক ২৪

যদৃচ্ছয়োপপন্নেন সন্তুষ্টো বর্ততে সুখম্ ।

নাসন্তুষ্টস্ত্রিভিলোকৈরজিতাত্মোপসাদিতৈঃ ॥ ২৪ ॥

যদৃচ্ছয়া—প্রারব্ধ কর্মের বশে; উপপন্নেন—যা কিছু লাভ হয়; সন্তুষ্টঃ—সন্তুষ্ট হওয়া উচিত; বর্ততে—রয়েছে; সুখম্—সুখ; ন—না; অসন্তুষ্টঃ—যিনি অসন্তুষ্ট; ত্রিভিঃ লোকৈঃ—ত্রিভুবন লাভ করেও; অজিত-আত্মা—অসংযত ইন্দ্রিয় ব্যক্তি; উপসাদিতৈঃ—প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও।

অনুবাদ

প্রারব্ধ কর্মের ফলে যা লাভ হয় তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত, কারণ অসন্তোষ কখনও সুখ প্রদান করতে পারে না। যে ব্যক্তি অজিতেন্দ্রিয়, সে ত্রিভুবন লাভ করেও সুখী হতে পারে না।

তাৎপর্য

সুখ যদি জীবনের চরম লক্ষ্য হয়, তা হলে প্রারব্ধ কর্মের ফলে যা লাভ হয় তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এই উপদেশ প্রহ্লাদ মহারাজও দিয়েছেন—

সুখমৈন্দ্রিয়কং দৈত্যো দেহযোগেন দেহিনাম্ ।

সর্বত্র লভ্যতে দৈবাদ্যথা দুঃখমযত্নতঃ ॥

“হে দৈত্য-কুলোদ্ভূত বন্ধুগণ, দেহের সঙ্গে ইন্দ্রিয়-বিষয়ের সংযোগবশত যে ইন্দ্রিয়সুখ তা যে কোন যোনিতেই পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে লাভ হয়ে থাকে। এই প্রকার সুখ আপনা থেকে কোন রকম প্রচেষ্টা ছাড়াই লাভ হয়, ঠিক যেমন বিনা প্রয়াসে দুঃখলাভ হয়।” (শ্রীমদ্ভাগবত ৭/৬/৩) সুখ লাভের জন্য এটিই হচ্ছে আদর্শ দর্শন।

প্রকৃত সুখের বর্ণনা ভগবদ্গীতায় (৬/২১) করা হয়েছে—

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্ ।

বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তদ্বতঃ ॥

“সেই আনন্দময় অবস্থায় অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অপ্রাকৃত সুখ অনুভূত হয়। এই পারমার্থিক চেতনায় অবস্থিত বলে যোগী আর আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান থেকে বিচলিত হন না।” অতীন্দ্রিয়ের দ্বারা আত্মন্তিক সুখ অনুভব করতে হয়। অতীন্দ্রিয় জড় উপাদানের দ্বারা রচিত ইন্দ্রিয় নয়। আমরা সকলেই চিন্ময় আত্মা (অহং ব্রহ্মাস্মি),

এবং আমরা সকলেই স্বতন্ত্র ব্যক্তি। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি এখন জড় উপাদানগুলির দ্বারা আচ্ছাদিত রয়েছে, এবং অবিদ্যার ফলে আমাদের চেতনা আচ্ছাদিত করে রেখেছে যে সমস্ত জড় ইন্দ্রিয়, সেগুলিকেই আমাদের প্রকৃত ইন্দ্রিয় বলে মনে করছি। প্রকৃত ইন্দ্রিয়গুলি কিন্তু রয়েছে জড় আবরণের নিচে। দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে—জড় উপাদানের আবরণের ভিতরে রয়েছে চিন্ময় ইন্দ্রিয়। সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্নেন নির্মলম্—চিন্ময় ইন্দ্রিয়গুলি যখন আবরণ মুক্ত হয়, তখন সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা সুখী হতে পারি। চিন্ময় ইন্দ্রিয়-সুখের বর্ণনা এইভাবে করা হয়েছে—হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরূচ্যতে। ইন্দ্রিয়গুলি যখন হৃষীকেশের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়, তখন ইন্দ্রিয়গুলি পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের এই উন্নততর জ্ঞান ব্যতীত, জড় ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনের শত চেষ্টা করা হলেও কখনই সুখ লাভ হবে না। মানুষ তার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা বর্ধিত করতে পারে এবং তার সেই বাসনা সে চরিতার্থও করতে পারে, কিন্তু যেহেতু তা জড়, তাই সে কখনই সন্তুষ্টি এবং তৃপ্তিলাভ করতে পারবে না।

ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি অনুসারে অনায়াসে যা লাভ হয়, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থেকে আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ সাধনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তা হলে মানুষ সুখী হতে পারবে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই তত্ত্বজ্ঞান সর্বত্র প্রচার করা। যাদের বিজ্ঞানসম্মতভাবে আধ্যাত্মিক জ্ঞান নেই, তারা ভ্রান্তিভ্রম মনে করে যে, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যেরা জাগতিক দায়-দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা জীবনের চরম সুখ লাভের বাস্তব কার্যকলাপে যুক্ত। কেউ যদি তার চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনের শিক্ষা লাভ না করে জড় ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনের চেষ্টা করে, তা হলে সে কখনই নিত্য আনন্দ লাভ করতে পারবে না। শ্রীমদ্ভাগবতে (৫/৫/১) তাই বলা হয়েছে—

তপো দিব্যং পুত্রকা যেন সত্বং

শুদ্ধোদ্ যস্মাদ্ ব্রহ্মসৌখ্যং ত্বনন্তম্ ।

মানুষের কর্তব্য তপস্যা করা, যার ফলে তার সন্তা পবিত্র হবে এবং সে অনন্ত আনন্দময় জীবন লাভ করতে পারবে।

শ্লোক ২৫

পুংসোহয়ং সংসৃতেহেতুরসন্তোষোহর্থকাময়োঃ ।

যদৃচ্ছয়োপপন্নেন সন্তোষো মুক্তয়ে স্মৃতঃ ॥ ২৫ ॥

পুংসঃ—জীবের; অয়ম্—এই; সংসৃতেঃ—সংসারের; হেতুঃ—কারণ; অসন্তোষঃ—ভাগ্যে যা রয়েছে তার প্রতি অসন্তোষ; অর্থকাময়োঃ—কামবাসনা এবং অর্থলিপ্সার জন্য; যদৃচ্ছয়া—স্বতঃপ্রাপ্ত; উপপন্নেন—যা লাভ হয়েছে; সন্তোষঃ—সন্তোষ; মুক্তয়ে—মুক্তির জন্য; স্মৃতঃ—উপযুক্ত বলে মনে করা হয়।

অনুবাদ

কামবাসনা এবং অর্থলিপ্সাই অসন্তোষের কারণ, এবং এই অসন্তোষই সংসার অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর কারণ। কিন্তু যদৃচ্ছাক্রমে যা লাভ হয় তা নিয়েই যিনি সন্তুষ্ট থাকেন, তিনি এই সংসার থেকে মুক্ত হওয়ার যোগ্য।

শ্লোক ২৬

যদৃচ্ছালাভতুষ্টস্য তেজো বিপ্রস্য বর্ধতে ।

তৎ প্রশাম্যত্যসন্তোষাদন্তসেবাশুশ্রুক্ষণিঃ ॥ ২৬ ॥

যদৃচ্ছা-লাভ-তুষ্টস্য—ভগবানের কৃপায় যা লাভ হয় তা নিয়েই যিনি সন্তুষ্ট; তেজঃ—তেজ; বিপ্রস্য—ব্রাহ্মণের; বর্ধতে—বর্ধিত হয়; তৎ—তা (তেজ); প্রশাম্যতি—বিনষ্ট হয়; অসন্তোষাৎ—অসন্তোষের ফলে; অন্তসা—জল ঢালার দ্বারা; ইব—যেমন; আশুশ্রুক্ষণিঃ—অগ্নি।

অনুবাদ

যে ব্রাহ্মণ যদৃচ্ছাক্রমে লব্ধ বস্তুর দ্বারা সন্তুষ্ট, তার তেজ ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু অসন্তুষ্ট ব্রাহ্মণের আধ্যাত্মিক শক্তি বিনষ্ট হয়, ঠিক যেমন জল ঢালার ফলে অগ্নির তেজ বিনষ্ট হয়।

শ্লোক ২৭

তস্মাৎ ত্রীণি পদান্যেব বৃণে ত্বদ্ বরদর্ষভাৎ ।

এতাবতৈব সিদ্ধোহহং বিত্তং যাবৎ প্রয়োজনম্ ॥ ২৭ ॥

তস্মাৎ—অনায়াসে লব্ধ বস্তুর দ্বারা সন্তুষ্ট হওয়ার ফলে; ত্রীণি—তিন; পদানি—পাদ; এব—বস্তুতপক্ষে; বৃণে—আমি যাজ্ঞা করি; ত্বৎ—আপনার কাছ থেকে; বরদর্ষভাৎ—শ্রেষ্ঠ দাতা; এতাবতা এব—এই দানের ফলেই; সিদ্ধঃ অহম্—আমি সন্তোষ অনুভব করব; বিত্তম্—বিত্ত; যাবৎ—যতখানি; প্রয়োজনম্—প্রয়োজন।

অনুবাদ

অতএব, হে রাজন্, দাতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আপনার কাছে আমি কেবল ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করছি। সেই দানের ফলেই আমি সন্তুষ্ট হব, কারণ প্রয়োজনের অনুরূপ বিত্তই সংসারে সুখ প্রদান করে।

শ্লোক ২৮

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্তঃ স হসন্নাহ বাঙ্গাতঃ প্রতিগৃহ্যতাম্ ।

বামনায় মহীং দাতুং জগ্রাহ জলভাজনম্ ॥ ২৮ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; ইতি উক্তঃ—এই কথা বলে; সঃ—তিনি (বলি মহারাজ); হসন্—হেসে; আহ—বলেছিলেন; বাঙ্গাতঃ—তুমি যেভাবে বাসনা করেছ; প্রতি-গৃহ্যতাম্—এখন আমার কাছ থেকে গ্রহণ কর; বামনায়—বামনদেবকে; মহীম্—ভূমি; দাতুম্—দান করার জন্য; জগ্রাহ—গ্রহণ করেছিলেন; জল-ভাজনম্—জলপাত্র।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—বলি মহারাজকে ভগবান এই কথা বললে, বলি মহারাজ হেসে বলেছিলেন, “বেশ, তোমার যা ইচ্ছা তাই গ্রহণ কর।” তারপর বামনদেবকে ভূমি দান করার জন্য সঙ্কল্প করতে তিনি জলপাত্র গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ২৯

বিষ্ণবে ক্ষ্ম্মাং প্রদাস্যন্তুমুশনা অসুরেশ্বরম্ ।

জানংশিকীর্ষিতং বিষ্ণোঃ শিষ্যং প্রাহ বিদাং বরঃ ॥ ২৯ ॥

বিষ্ণবে—ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে (বামনদেবকে); ক্ষ্ম্মাম্—ভূমি; প্রদাস্যন্তুম্—দান করতে উদ্যত; উশনাঃ—শুক্ৰাচার্য; অসুর-ঈশ্বরম্—অসুরদের রাজাকে (বলি মহারাজকে); জানন্—ভালভাবে জেনে; চিকীর্ষিতম্—যা পরিকল্পনা ছিল; বিষ্ণোঃ—শ্রীবিষ্ণুর; শিষ্যম্—তাঁর শিষ্যকে; প্রাহ—বলেছিলেন; বিদাম্ বরঃ—জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ শুক্রাচার্য তখন বিষ্ণুর অভিপ্রায় বুঝতে পেরে, ভগবান বামনদেবকে সব কিছু দান করতে উদ্যত তাঁর শিষ্যকে বলেছিলেন।

শ্লোক ৩০

শ্রীশুক্র উবাচ

এষ বৈরোচনে সাক্ষাদ্ ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ ।

কশ্যপাদদিতৈর্জাতো দেবানাং কার্যসাধকঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রী-শুক্রঃ উবাচ—শ্রীশুক্রাচার্য বললেন; এষঃ—এই (বামনরূপী বালক); বৈরোচনে—হে বিরোচনপুত্র; সাক্ষাৎ—সাক্ষাৎ; ভগবান্—ভগবান; বিষ্ণুঃ—বিষ্ণু; অব্যয়ঃ—অব্যয়; কশ্যপাৎ—তাঁর পিতা কশ্যপ থেকে; অদিতৈঃ—তাঁর মাতা অদিতির গর্ভে; জাতঃ—জন্মগ্রহণ করেছেন; দেবানাম্—দেবতাদের; কার্যসাধকঃ—কার্য সাধন করার জন্য।

অনুবাদ

শুক্রাচার্য বললেন—হে বিরোচন-নন্দন, বামনরূপী এই ব্রহ্মচারী অব্যয়স্বরূপ সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণু। কশ্যপ মুনি এবং অদিতির পুত্ররূপে ইনি দেবতাদের কার্যসাধন করার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন।

শ্লোক ৩১

প্রতিশ্রুতং ত্বয়ৈতস্মৈ যদনর্থমজানতা ।

ন সাধু মন্যে দৈত্যানাং মহানুপগতোহনয়ঃ ॥ ৩১ ॥

প্রতিশ্রুতম্—প্রতিশ্রুত; ত্বয়া—তোমার দ্বারা; এতস্মৈ—তাকে; যৎ অনর্থম্—যা অনিষ্টকর; অজানতা—অজ্ঞানবশত; ন—না; সাধু—উত্তম; মন্যে—আমি মনে করি; দৈত্যানাম্—দৈত্যদের; মহান্—মহান; উপগতঃ—প্রাপ্ত হয়েছে; অনয়ঃ—অমঙ্গল।

অনুবাদ

তাকে ভূমি দান করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ফলে, তুমি যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি প্রাপ্ত হয়েছে তা তুমি জান না। এই প্রতিশ্রুতি তোমার পক্ষে হিতকর বলে আমি মনে করি না। তার ফলে দৈত্যদের অত্যন্ত অনিষ্ট হবে।

শ্লোক ৩২

এষ তে স্থানমৈশ্বর্যং শ্রিয়ং তেজো যশঃ শ্রুতম্ ।

দাস্যত্যাচ্ছিদ্য শত্রায় মায়ামাণবকো হরিঃ ॥ ৩২ ॥

এষঃ—এই কপট ব্রহ্মচারী বেশধারী; তে—তোমার; স্থানম্—অধিকৃত ভূমি; ঐশ্বর্যম্—ঐশ্বর্য; শ্রিয়ম্—জড় সৌন্দর্য; তেজঃ—জড় তেজ; যশঃ—খ্যাতি; শ্রুতম্—বিদ্যা; দাস্যতি—দান করবে; আচ্ছিদ্য—তোমার থেকে হরণ করে; শত্রায়—তোমার শত্রু ইন্দ্রকে; মায়া—কপট বেশধারী; মাণবকঃ—মানুষের ব্রহ্মচারী পুত্র; হরিঃ—প্রকৃতপক্ষে তিনি হচ্ছেন ভগবান শ্রীহরি।

অনুবাদ

এই কপট ব্রহ্মচারী বেশধারী ব্যক্তিটি হচ্ছেন ভগবান শ্রীহরি, যিনি তোমার রাজ্য, ঐশ্বর্য, শ্রী, তেজ, যশ এবং জ্ঞান সমস্ত হরণ করার জন্য এখানে এসেছেন। তোমার সর্বস্ব অপহরণ করে তিনি তা তোমার শত্রু ইন্দ্রকে দান করবেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, হরিঃ শব্দটির অর্থ ‘হরণকারী’। কেউ যদি ভগবান শ্রীহরির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন, তা হলে তিনি তাঁর সমস্ত দুঃখ হরণ করেন, এবং প্রথমে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন তিনি তাঁর জড় সম্পদ, যশ, বিদ্যা এবং সৌন্দর্য হরণ করছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৮৮/৮) উল্লেখ করা হয়েছে, যস্যাহমনুগ্ভামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ। যুধিষ্ঠির মহারাজকে ভগবান বলেছেন, “ভক্তের প্রতি আমার প্রথম অনুগ্রহ হচ্ছে যে, আমি তাঁর সমস্ত ধন হরণ করে নিই, বিশেষ করে জড় ঐশ্বর্য।” এটি ঐকান্তিক ভক্তের প্রতি ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ। নিষ্ঠাপরায়ণ ভক্ত সর্বোপরি শ্রীকৃষ্ণকেই চান কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি জড় ঐশ্বর্যের প্রতি আসক্ত থাকেন, যা তাঁর ভক্তির প্রগতির পথে প্রতিবন্ধক এবং ভগবান তাই তাঁর সমস্ত সম্পদ ছলনাপূর্বক হরণ করে নেন। এখানে শুক্রাচার্য বলেছেন যে, এই বামন ব্রহ্মচারী বলি মহারাজের সব কিছু হরণ করে নেবেন। তাই তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, ভগবান সমস্ত জড় সম্পদ এমন কি মনও হরণ করে নেবেন। কেউ যদি তাঁর মন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করেন (স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ), তা হলে স্বভাবতই তিনি তাঁর প্রসন্নতা বিধানের জন্য সব কিছু সমর্পণ করবেন। বলি মহারাজ যদিও ছিলেন ভগবদ্ভক্ত, তবুও তিনি জড় সম্পদের প্রতি আসক্ত ছিলেন, এবং তাই ভগবান তাঁর প্রতি

অত্যন্ত কৃপা পরবশ হয়ে বামনরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং তাঁর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করে তাঁর সমস্ত জড় সম্পদ, এমন কি তাঁর মনও হরণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৩

ত্রিভিঃ ক্রমৈরিমাল্লোকান্ বিশ্বকায়ঃ ক্রমিষ্যতি ।

সর্বস্বং বিষ্ণবে দত্ত্বা মৃঢ় বর্তিষ্যসে কথম্ ॥ ৩৩ ॥

ত্রিভিঃ—তিন; ক্রমৈঃ—পদক্ষেপের দ্বারা; ইমান্—এই সমস্ত; লোকান্—ত্রিভুবন; বিশ্ব-কায়ঃ—বিশ্বরূপ; ক্রমিষ্যতি—তিনি ক্রমশ বিস্তার করবেন; সর্বস্বম্—সব কিছু; বিষ্ণবে—ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে; দত্ত্বা—দান করে; মৃঢ়—হে মূর্খ; বর্তিষ্যসে—তুমি জীবিকা নির্বাহ করবে; কথম্—কিভাবে।

অনুবাদ

তুমি তাঁকে ত্রিপাদ ভূমি দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছ। কিন্তু তুমি যখন তাঁকে তা দান করবে, তখন তিনি ত্রিভুবন অধিকার করবেন। হে মৃঢ়! তুমি যে কি মহা ভুল করেছ তা তুমি জান না। বিষ্ণুকে সব কিছু দান করলে তুমি জীবিকা নির্বাহ করবে কিভাবে?

তাৎপর্য

বলি মহারাজ বলতে পারতেন যে, তিনি কেবল ত্রিপাদ ভূমি দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু শুক্ৰাচার্য মহাজ্ঞানী ব্রাহ্মণ হওয়ার ফলে, কপট ব্রাহ্মচারীরূপে আবির্ভূত শ্রীহরির পরিকল্পনা তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরেছিলেন। মৃঢ় বর্তিষ্যসে কথম্ পদটি থেকে বোঝা যায় যে, শুক্ৰাচার্য ছিলেন পুরোহিত শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এই প্রকার পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা কেবল তাদের শিষ্যদের কাছ থেকে দক্ষিণা গ্রহণেই আগ্রহী। তাই শুক্ৰাচার্য যখন দেখলেন বলি মহারাজ তাঁর সমস্ত সম্পদ হারাতে বসেছেন, তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তার ফলে কেবল রাজারই সর্বনাশ হবে না, বলি মহারাজের কৃপার উপর নির্ভরশীল শুক্ৰাচার্যের পরিবারেরও সর্বনাশ হবে। এটিই বৈষ্ণব এবং স্মার্ত ব্রাহ্মণদের মধ্যে পার্থক্য। স্মার্ত ব্রাহ্মণেরা সর্বদাই জড়-জাগতিক লাভের ব্যাপারেই আগ্রহী, কিন্তু বৈষ্ণবেরা কেবল ভগবানের প্রসন্নতা বিধানে আগ্রহী। শুক্ৰাচার্যের উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, তিনি ছিলেন সর্বতোভাবে একজন স্মার্ত ব্রাহ্মণ, যিনি কেবল জড়-জাগতিক লাভের ব্যাপারেই কেবল আগ্রহী ছিলেন।

শ্লোক ৩৪

ক্রমতো গাং পদৈকেন দ্বিতীয়েন দিবং বিভোঃ ।

খং চ কায়েন মহতা তাতীয়স্য কুতো গতিঃ ॥ ৩৪ ॥

ক্রমতঃ—ক্রমশঃ; গাং—ভূমি; পদা একেন—এক পদক্ষেপের দ্বারা; দ্বিতীয়েন—দ্বিতীয় পদক্ষেপের দ্বারা; দিবং—স্বর্গ; বিভোঃ—বিরাটরূপের দ্বারা; খং চ—অন্তরীক্ষও; কায়েন—তঁার দিব্য শরীরের বিস্তারের দ্বারা; মহতা—বিশ্বরূপের দ্বারা; তাতীয়স্য—তৃতীয় পদক্ষেপের; কুতঃ—কোথায়; গতিঃ—রাখবেন।

অনুবাদ

বামনদেব তঁার এক পদক্ষেপের দ্বারা পৃথিবী, তারপর দ্বিতীয় পদক্ষেপের দ্বারা স্বর্গ, এবং তারপর বিরাট শরীরের দ্বারা অন্তরীক্ষ অধিকার করবেন। তখন তঁার তৃতীয় পদক্ষেপের স্থান কোথায় হবে?

তাৎপর্য

শুক্রাচার্য বলি মহারাজকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, কিভাবে বামনদেব তাঁকে প্রতারণা করবেন। তিনি বলেছিলেন, “তুমি তাঁকে ত্রিপাদ ভূমি দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, তিনি কেবল দুই পদক্ষেপের দ্বারা তোমার সর্বস্ব অধিকার করে নেবেন। তখন তুমি তাঁকে তঁার তৃতীয় পদবিন্যাসের স্থান কিভাবে দেবে?” শুক্রাচার্য জানতেন না ভগবান তঁার ভক্তকে কিভাবে রক্ষা করেন। ভক্তকে ভগবানের সেবার জন্য তঁার সর্বস্ব হারাবার ঝুঁকি নিতে হয়, কিন্তু ভগবান সর্বদাই তাঁকে রক্ষা করেন এবং তঁার কখনও পরাজয় হয় না। জড়-জাগতিক বিচারে শুক্রাচার্য মনে করেছিলেন যে, বলি মহারাজ কোন মতেই ব্রহ্মচারী বামনদেবকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা রক্ষা করতে পারবেন না।

শ্লোক ৩৫

নিষ্ঠাং তে নরকে মন্যে হ্যপ্রদাতুঃ প্রতিশ্রুতম্ ।

প্রতিশ্রুতস্য যোহনীশঃ প্রতিপাদয়িতুং ভবান্ ॥ ৩৫ ॥

নিষ্ঠাম্—শাস্ত বাসস্থান; তে—তোমার; নরকে—নরকে; মন্যে—আমি মনে করি; হি—বস্তুতপক্ষে; অপ্রদাতুঃ—প্রদান করতে অক্ষম; প্রতিশ্রুতম্—যা প্রতিশ্রুতি

দেওয়া হয়েছে; প্রতিশ্রুতস্য—প্রতিশ্রুতির; যঃ অনীশঃ—যে অক্ষম; প্রতিপাদয়িতুম্—যথাযথভাবে পূর্ণ করতে; ভবান্—তুমি সেই ব্যক্তি।

অনুবাদ

তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা পালনে নিশ্চয়ই অসমর্থ হবে, এবং আমি মনে করি যে, তোমার এই অক্ষমতার ফলে নিশ্চয়ই তোমার নরকে স্থিতি হবে।

শ্লোক ৩৬

ন তদানং প্রশংসন্তি যেন বৃত্তিবিপদ্যতে ।

দানং যজ্ঞস্তপঃ কৰ্ম লোকে বৃত্তিমতো যতঃ ॥ ৩৬ ॥

ন—না; তৎ—তা; দানম্—দান; প্রশংসন্তি—সাধু ব্যক্তির প্রশংসা করেন; যেন—যার দ্বারা; বৃত্তিঃ—জীবিকা; বিপদ্যতে—বিপন্ন হয়; দানম্—দান; যজ্ঞঃ—যজ্ঞ; তপঃ—তপস্যা; কৰ্ম—কর্ম; লোকে—এই জগতে; বৃত্তিমতঃ—নিজের জীবিকা অনুসারে; যতঃ—যেহেতু।

অনুবাদ

যে দানে নিজের জীবিকা পর্যন্ত বিপন্ন হয়, পণ্ডিতেরা সেই প্রকার দানের প্রশংসা করেন না। দান, যজ্ঞ, তপস্যা এবং কর্ম অনুষ্ঠান করা কেবল তাঁদের পক্ষেই সম্ভব, যাঁরা যথাযথভাবে তাঁদের জীবিকা অর্জন করতে পারেন। (যারা নিজেদের ভরণ-পোষণ করতে পারে না, তাদের পক্ষে তা সম্ভব নয়।)

শ্লোক ৩৭

ধৰ্মায় যশসেহর্থায় কামায় স্বজনায় চ ।

পঞ্চথা বিভজন্ বিভুমিহামুত্র চ মোদতে ॥ ৩৭ ॥

ধৰ্মায়—ধর্মের জন্য; যশসে—যশের জন্য; অর্থায়—ঐশ্বর্য বৃদ্ধির জন্য; কামায়—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ বৃদ্ধির জন্য; স্বজনায় চ—এবং আত্মীয়-স্বজনদের পালনের জন্য; পঞ্চথা—এই পাঁচ প্রকার উদ্দেশ্য সাধনে; বিভজন্—বিভাগ করে; বিভূম্—সঞ্চিত ধন; ইহ—এই জগতে; অমুত্র—পরলোকে; চ—এবং; মোদতে—সুখভোগ করে।

অনুবাদ

অতএব জ্ঞানবান ব্যক্তি ধর্ম, যশ, অর্থ, কাম এবং স্বজন পালনের জন্য তাঁর বিত্তকে পাঁচভাগে বিভক্ত করে ইহলোকে এবং পরলোকে সুখী হন।

তাৎপর্য

শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যদি মানুষের ধন থাকে তা হলে তা পাঁচভাগে বিভক্ত করা উচিত—ধর্মের জন্য একভাগ, যশের জন্য একভাগ, ঐশ্বর্যের জন্য একভাগ, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য একভাগ এবং তার আত্মীয়-স্বজনদের পালন-পোষণের জন্য একভাগ। বর্তমান সময়ে কিন্তু মানুষ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানহীন হওয়ার ফলে, তাদের সমস্ত ধন পরিবারের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ব্যয় করে। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর নিজের দৃষ্টান্তের দ্বারা আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, সঞ্চিত ধনের অর্ধাংশ কৃষ্ণসেবার জন্য, এক-চতুর্থাংশ নিজের জন্য এবং এক-চতুর্থাংশ পরিবারের সদস্যদের জন্য ব্যবহার করা কর্তব্য। মানুষের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত কৃষ্ণভক্তি লাভ করা। তার মধ্যে ধর্ম, অর্থ এবং কাম নিহিত রয়েছে। কিন্তু পরিবারের সদস্যেরা যেহেতু কিছু লাভের আশা করে, তাই সঞ্চিত ধনের একটি অংশ তাদের প্রদান করে তাদের সন্তুষ্টি রাখা উচিত। এটি শাস্ত্রের নির্দেশ।

শ্লোক ৩৮

অত্রাপি বহুচৈর্গীতং শৃণু মেহসুরসন্তম ।

সত্যমোমিতি যৎ প্রোক্তং যন্নেত্যান্তং হি তৎ ॥ ৩৮ ॥

অত্র অপি—এই প্রসঙ্গেও (সত্য এবং অসত্যের বিচারে); বহু-ঋচৈঃ—বহুচ-ঋতি নামক ঋতি মন্ত্রে, যা বৈদিক প্রমাণ; গীতম্—বলা হয়েছে; শৃণু—শ্রবণ কর; মে—আমার কাছে; অসুর-সন্তম—হে অসুরশ্রেষ্ঠ; সত্যম্—সত্য; ওম্ ইতি—ওঁ শব্দের দ্বারা সমাপ্ত; যৎ—যা; প্রোক্তম্—বলা হয়েছে; যৎ—যা; ন—ওঁ শব্দের দ্বারা যা শেষ হয়নি; ইতি—এই প্রকার; আহ—বলা হয়েছে; অন্তম্—মিথ্যা; হি—বস্তুতপক্ষে; তৎ—তা।

অনুবাদ

যদি বল যে তুমি ইতিমধ্যেই প্রতিজ্ঞা করেছ, সুতরাং তুমি তা প্রত্যাখ্যান করবে কি করে? হে অসুরশ্রেষ্ঠ, এই বিষয়ে বহুচ-ঋতির বানী আমার কাছে শ্রবণ কর। ওঁ শব্দের দ্বারা যে প্রতিজ্ঞা করা হয় তা সত্য এবং ওঁ শব্দ না থাকলে তা মিথ্যা।

শ্লোক ৩৯

সত্যং পুষ্পফলং বিদ্যাদাত্তবৃক্ষস্য গীয়তে ।

বৃক্ষেহজীবতি তন্ন স্যাদনৃতং মূলমাত্মনঃ ॥ ৩৯ ॥

সত্যম্—সত্য; পুষ্প-ফলম্—ফুল এবং ফল; বিদ্যাৎ—বোঝা উচিত; আত্ম-বৃক্ষস্য—
দেহরূপ বৃক্ষের; গীয়তে—বেদে বর্ণনা করা হয়েছে; বৃক্ষে আজীবতি—বৃক্ষ যদি
জীবিত না হয়; তৎ—তা (পুষ্প-ফলম্); ন—না; স্যাৎ—সম্ভব; অনৃতম্—অসত্য;
মূলম্—মূল; আত্মনঃ—দেহের।

অনুবাদ

বেদে বলা হয়েছে যে, সত্যই এই দেহরূপ বৃক্ষের ফুল এবং ফলস্বরূপ। কিন্তু
দেহরূপ বৃক্ষই যদি না থাকে, তা হলে তাতে সত্যরূপ ফুল এবং ফলের সম্ভাবনা
থাকে না। মিথ্যা যদি সেই দেহরূপ বৃক্ষের মূল হয়, তা হলে তার সাহায্য
ব্যতীত সত্যরূপ ফুল এবং ফল লাভ করা যায় না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, এই জড় দেহে মিথ্যার স্পর্শ ব্যতীত সত্য
থাকতে পারে না। মায়াবাদীরা বলে ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা—“আত্মা সত্য, এবং
বহিরঙ্গা প্রকৃতি মিথ্যা।” বৈষ্ণব দর্শন কিন্তু এই মায়াবাদী সিদ্ধান্ত স্বীকার করে
না। তর্কের খাতিরে যদি এই জড় জগৎকে মিথ্যা বলে স্বীকারও করা হয়, তবুও
জীব জড় দেহের সাহায্য ব্যতীত মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না। দেহের
সাহায্য ব্যতীত ধর্ম অনুশীলন করা যায় না, এমন কি মনোধর্মী জ্ঞানের চর্চাও
করা যায় না। তাই, ফুল এবং ফল (পুষ্প-ফলম্) দেহেরই কারণে প্রাপ্ত হওয়া
যায়। দেহের সাহায্য ব্যতীত ফল লাভ করা যায় না। বৈষ্ণব দর্শনে তাই
যুক্ত-বৈরাগ্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমন নয় যে দেহের ভরণ-পোষণের জন্যই
সব কিছু করতে হবে, আবার সেই সঙ্গে দেহের পালন-পোষণের অবহেলাও করা
উচিত নয়। যতক্ষণ দেহ রয়েছে, ততক্ষণ নিষ্ঠা সহকারে বৈদিক উপদেশ অধ্যয়ন
করা যায় এবং তার ফলে জীবনের অন্তিম সময়ে সিদ্ধিলাভ করা যায়। সেই
কথা ভগবদ্গীতায় (৮/৬) বিশ্লেষণ করা হয়েছে—যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং
ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। মৃত্যুর সময় সব কিছুর পরীক্ষা হয়। তাই এই দেহ অনিত্য
হলেও তার দ্বারা শ্রেষ্ঠ সেবা সম্পাদন করে জীবন সার্থক করা যায়।

শ্লোক ৪০

তদ্ যথা বৃক্ষ উন্মূলঃ শুষ্যত্যাধ্বর্ততেহচিরাৎ ।

এবং নষ্টানৃতঃ সদ্য আত্মা শুষ্যন্ন সংশয়ঃ ॥ ৪০ ॥

তৎ—অতএব; যথা—যেমন; বৃক্ষঃ—বৃক্ষ; উন্মূলঃ—উৎপাটিত হলে; শুষ্যতি—
শুকিয়ে যায়; উদ্বর্ততে—পতিত হয়; অচিরাৎ—অতি শীঘ্র; এবম্—এইভাবে; নষ্ট—
নষ্ট; অনৃতঃ—নশ্বর দেহ; সদ্যঃ—অচিরেই; আত্মা—শরীর; শুষ্যৎ—শুকিয়ে যায়;
ন—না; সংশয়ঃ—কোন সন্দেহ।

অনুবাদ

বৃক্ষের মূল উৎপাটিত হলে যেমন তা ভূপতিত হয় এবং শুষ্ক হতে শুরু করে,
তেমনই যে ব্যক্তি তার দেহের ষড়্ নেয় না, যা মিথ্যা বলে মনে করা হয়,
অর্থাৎ মিথ্যাকে যদি উৎপাটিত করা হয়, তা হলে দেহ শুষ্ক হয়ে যায়, সেই
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তনঃ ।

মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফলু কথ্যতে ॥

“শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত বস্তুকে যদি প্রাপঞ্চিক বলে মনে করে মুক্তি লাভের
আশায় কেউ তা পরিত্যাগ করে, তা হলে তার সেই বৈরাগ্য ফলুবৈরাগ্য।”
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১/২/২৬৬) দেহ যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়, তখন সেই
দেহ জড় নয়। কখনও কখনও শ্রীগুরুদেবের চিন্ময় দেহকে ভ্রান্তিবশত জড় বলে
মনে করা হয়। কিন্তু শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তনঃ। যে শরীর সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত, তাকে জড় বলে
অবহেলা করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি তা অবহেলা করে, তার বৈরাগ্য মিথ্যা।
যদি শরীরের যথাযথভাবে ভরণপোষণ করা না হয়, তা হলে তা উৎপাটিত বৃক্ষের
মতো পতিত হবে এবং শুকিয়ে যাবে, এবং তখন আর তার থেকে কোন ফুল
বা ফল পাওয়া যাবে না। বেদে তাই বলা হয়েছে—

ওঁ ইতি সত্যং নেতানৃতং তদেতৎপুষ্পং ফলং বাচো যৎ সত্যং সহৈশ্বরো যশস্বী
কল্যাণকীর্তির্ভবিতা। পুষ্পং হি ফলং বাচঃ সত্যং বাদত্যৈতন্মূলং বাচো যদনৃতং

যদ্ যথা বৃক্ষ আবির্মলঃ শুশ্যতি, স উদ্বর্তত এবমেবানৃতং বদনাবির্মলমাত্মানং করোতি,
স শুশ্যতি স উদ্বর্ততে, তস্মাদনৃতং ন বদেদদয়েত ত্বেন ॥

অর্থাৎ, দেহের সাহায্যে পরম তত্ত্বের (ওঁ তৎ সৎ) সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যে কার্য সম্পাদিত হয়, তা অনিত্য দেহের দ্বারা সম্পাদিত হলেও কখনই তা অনিত্য নয়। বস্তুতপক্ষে এই প্রকার কার্যকলাপ নিত্যস্থায়ী। তাই যথাযথভাবে দেহের যত্ন নেওয়া কর্তব্য। দেহ যেহেতু অনিত্য, তাই কোন বাঘ তা খেতে এলে অথবা শত্রু তা বধ করতে এলে, তাদের সম্মুখে তাকে ফেলে রাখা যায় না। দেহের রক্ষার জন্য সমস্ত সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

শ্লোক ৪১

পরাগ্ রিক্তমপূর্ণং বা অক্ষরং যৎ তদোমিতি ।

যৎ কিঞ্চিদোমিতি ক্রয়াৎ তেন রিচ্যেত বৈ পুমান্ ।

ভিক্ষবে সর্বমোঙ্কুর্বনালং কামেন চাত্বনে ॥ ৪১ ॥

পরাক্—যা পৃথক করে; রিক্তম্—যা আসক্তি থেকে মুক্ত করে; অপূর্ণম্—অপর্যাপ্ত;
বা—অথবা; অক্ষরম্—সেই অক্ষর; যৎ—যা; তৎ—তা; ওম্—ওঁকার; ইতি—এই
প্রকার বলা হয়েছে; যৎ—যা; কিঞ্চিৎ—যা কিছু; ওম্—ওঁকার; ইতি—এই প্রকার;
ক্রয়াৎ—যদি তুমি বল; তেন—এই প্রকার উচ্চারণের দ্বারা; রিচ্যেত—মুক্ত হয়;
বৈ—বস্তুতপক্ষে; পুমান্—পুরুষ; ভিক্ষবে—ভিক্ষুককে; সর্বম্—সব কিছু; ওম্
কুর্বন্—ওঁ শব্দ উচ্চারণ করে দান করার ফলে; ন—না; অলম্—পর্যাপ্ত; কামেন—
ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য; চ—ও; আত্বনে—আত্ম-উপলব্ধির জন্য।

অনুবাদ

ওঁ শব্দের উচ্চারণ মানুষের ধন-সম্পদের বিয়োগের সূচক, অর্থাৎ এই শব্দ উচ্চারণের ফলে মানুষ ধন-সম্পদের আসক্তি থেকে মুক্ত হয়, কারণ তা তার ধন-সম্পত্তিকে দূরে নিয়ে যায়। ধন শূন্য হওয়া অতৃপ্তিকর, কারণ তখন মানুষ তার বাসনা চরিতার্থ করতে পারে না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ওঁ শব্দের ব্যবহারের ফলে মানুষ দারিদ্র্যগ্রস্ত হয়। বিশেষ করে কেউ যখন দরিদ্র ব্যক্তি বা ভিক্ষুককে ওঁ শব্দ উচ্চারণ করে দান করে, তখন তার আত্ম উপলব্ধি এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তি অপূর্ণ থাকে।

তাৎপর্য

বলি মহারাজ ভিক্ষুরূপে আগত বামনদেবকে সর্বস্ব দান করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বলি মহারাজের শৌত্র পরম্পরাগত কুলগুরু গুত্রাচার্য বলি মহারাজের প্রতিশ্রুতি সমর্থন করতে পারেননি। গুত্রাচার্য বৈদিক প্রমাণ প্রদর্শন করেছিলেন যে, দরিদ্র ব্যক্তিকে সর্বস্ব দান করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে, দরিদ্র ব্যক্তি দানভিক্ষা করতে এলে তাকে মিথ্যা কথা বলা উচিত, “আমার কাছে যা কিছু ছিল তা সব আমি তোমাকে দিয়ে দিয়েছি। আমার কাছে আর কিছু নেই।” তাকে সর্বস্ব দান করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে ওঁ শব্দটির অর্থ ওঁ তৎ সৎ—পরম সত্য। ওঁকারের উদ্দেশ্য ধন-সম্পদের আসক্তি থেকে মুক্তি, কারণ ধন-সম্পদ ভগবানের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা উচিত। আধুনিক সভ্যতায় মানুষের প্রবৃত্তি হচ্ছে দরিদ্রকে ধন-সম্পদ দান করা। এই প্রকার দানের কোন আধ্যাত্মিক মূল্য নেই, কারণ দরিদ্রদের জন্য বহু হাসপাতাল এবং অন্যান্য সংস্থা থাকলেও প্রকৃতির তিনগুণের প্রভাবে দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ সর্বদাই থাকবে। বহু দাতব্য সংস্থা থাকলেও মানব-সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর হয়নি। তাই এখানে বলা হয়েছে ভিক্ষবে সর্বমোক্ষুর্বন্নাং কামেন চাত্মনে। দরিদ্র ভিক্ষুকদের সর্বস্ব দান করা উচিত নয়।

মানব সমাজের এই সমস্যার সর্বশ্রেষ্ঠ সমাধান হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন। এই আন্দোলন সর্বদাই দরিদ্রদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। এই আন্দোলন কেবল দরিদ্রদের আহ্বারের অল্পই দান করে তা নয়, কৃষ্ণভক্ত হওয়ার শিক্ষাদান করার মাধ্যমে তাদের দিব্যজ্ঞানও প্রদান করে। তাই ধনহীন এবং জ্ঞানহীন উভয় প্রকার দরিদ্রদেরই কৃষ্ণভাবনার অমৃত প্রদান করে তাদের চরিত্র সংশোধন করার জন্য আমরা সারা পৃথিবী জুড়ে হাজার হাজার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করছি। এই অমৃতময় দিব্যজ্ঞান তাদের শিক্ষা দিচ্ছে কিভাবে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, নেশা, আমিষ আহার এবং দ্যুতক্রীড়া ত্যাগ করতে হয়। কারণ এই সমস্ত মহা পাপের ফলেই মানুষ জন্ম-জন্মান্তরে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। ধন-সম্পদের সর্বশ্রেষ্ঠ সদ্যবহার হচ্ছে এই ধরনের কেন্দ্র স্থাপন করা, যেখানে সকলেই একত্রে বসবাস করে তাদের চরিত্র সংশোধন করতে পারে। দেহের প্রয়োজনগুলি অস্বীকার না করে, আধ্যাত্মিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে থেকে তারা সেখানে অতি সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারে এবং তাদের দুর্মূল্য সময় কৃষ্ণভাবনামৃতে উন্নতি সাধনে সদ্যবহার করতে পারে। কারণ যদি ধন-সম্পদ থাকে, তা হলে তা অনর্থক অপব্যয় করা উচিত নয়। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসারের জন্য তা ব্যবহার করা উচিত, যাতে সমস্ত মানব-সমাজ সুখ এবং সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে, এবং ভগবদ্ধামে উন্নীত হওয়ার

আশা পোষণ করতে পারে। এই প্রসঙ্গে বৈদিক মন্ত্রে বলা হয়েছে—

পরাস্থা এতদ্বিক্তমক্ষরং যদেতদোমিতি তদ্ যৎ কিঞ্চিদোমিতি আহা ত্রৈবাস্মৈ
তদ্রিচ্যতে। স যৎ সর্বমোক্ষুর্যাদ্ রিচ্যাদাত্মানং স কামেভ্যো নালং স্যাৎ।

শ্লোক ৪২

অথৈতৎ পূৰ্ণমভ্যাশ্রয়ং যচ্চ নেত্যান্তং বচঃ ।

সৰ্বং নেত্যান্তং ক্রয়াৎ স দুষ্কীর্তিঃ শ্বসন্ মৃতঃ ॥ ৪২ ॥

অথ—অতএব; এতৎ—তা; পূৰ্ণম্—পূর্ণরূপে; অভ্যাশ্রয়ম্—নিজেকে দারিদ্র্যগ্রস্ত বলে উপস্থাপন করে অন্যের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা; যৎ—যা; চ—ও; ন—না; ইতি—এই প্রকার; অন্তম্—মিথ্যা; বচঃ—বাক্য; সৰ্বম্—সর্বতোভাবে; ন—না; ইতি—এই প্রকার; অন্তম্—অসত্য; ক্রয়াৎ—যে বলে; সঃ—সেই ব্যক্তি; দুষ্কীর্তিঃ—অপযশ; শ্বসন্—শ্বাস গ্রহণ করলেও অথবা জীবিত অবস্থাতেও; মৃতঃ—মৃত অথবা বধ করা উচিত।

অনুবাদ

অতএব ‘না’ বলাই নিরাপদ। সেটি মিথ্যা হলেও তা সর্বতোভাবে রক্ষা করে, তা অন্যের অনুকম্পা আকর্ষণ করে এবং অন্যের কাছ থেকে নিজের জন্য অর্থ সংগ্রহ করার পূর্ণ সুযোগ প্রদান করে। কিন্তু যে ব্যক্তি সব সময় বলে যে, তার কাছে কিছু নেই, সে নিন্দিত এবং জীবিত অবস্থায়ও মৃত অথবা সে শ্বাস গ্রহণ করলেও তাকে বধ করা উচিত।

তাৎপর্য

ভিক্ষুকেরা সর্বদা নিজেদের নিঃসম্বল বলে উপস্থাপন করে। তা তাদের পক্ষে খুব ভাল হতে পারে, কারণ তার ফলে তাদের ধন হারানোর কোন সম্ভাবনা থাকে না এবং ধন সংগ্রহের জন্য অন্যের অনুকম্পা আকর্ষণ করতে পারে। কিন্তু তা নিন্দনীয়। কেউ যদি এইভাবে পেশাদারি ভিক্ষুক হয়, তা হলে সে জীবিত অবস্থায়ও মৃত অথবা অন্য বিচারে, এই প্রকার কপট ব্যক্তি শ্বাসগ্রহণ করলেও তাকে বধ করা উচিত। এই প্রসঙ্গে বৈদিক নির্দেশ—অথৈতৎ পূৰ্ণমভ্যাশ্রয়ং যন্নেতি স যৎ সৰ্বং নেতি ক্রয়াৎ পাপিকাস্য কীর্তির্জায়তে । সৈনং তত্রৈব হন্যাৎ । কেউ যদি সর্বদা নির্ধন হওয়ার অভিনয় করে ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ করে, তা হলে তাকে বধ করা উচিত (সৈনং তত্রৈব হন্যাৎ)।

শ্লোক ৪৩

স্ত্রীষু নর্মবিবাহে চ বৃত্ত্যর্থৈ প্রাণসঙ্কটে ।

গোব্রাহ্মণার্থে হিংসয়াং নানৃতং স্যাজ্জুগুপ্সিতম্ ॥ ৪৩ ॥

স্ত্রীষু—স্ত্রীলোককে বশীভূত করতে; নর্ম-বিবাহে—পরিহাসে অথবা বিবাহে; চ—ও; বৃত্তি-অর্থ—জীবিকা অর্জনের জন্য; প্রাণ-সঙ্কটে—প্রাণ বিপন্ন হলে; গো-ব্রাহ্মণ-অর্থ—গো-রক্ষা এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির হিতার্থে; হিংসয়াং—শত্রুতাবশত যাকে হত্যা করা হবে; ন—না; অনৃতম্—অসত্য; স্যাৎ—হয়; জুগুপ্সিতম্—নিন্দনীয়।

অনুবাদ

স্ত্রীলোককে বশীভূত করতে, পরিহাসে, বিবাহে, জীবিকা অর্জনে, জীবন বিপন্ন হলে, গাভী এবং ব্রাহ্মণের হিতার্থে অথবা শত্রুর হাত থেকে কাউকে রক্ষা করার সময় মিথ্যা কথা বলা নিন্দনীয় নয়।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের 'বলি মহারাজের কাছে বামনদেবের দানভিক্ষা' নামক ঊনবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবাদান্ত তাৎপর্য।